তাহ্‌রীকে ওয়াক্‌ফে নও
আওর
হামারি যিম্মাদারীয়াঁ

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

তাহরীকে ওয়াকফে নও

আওর

হামারি যিম্মাদারীয়াঁ

(নব উৎসর্গের ঘোষণা ও আমাদের দায়িত্বাবলী)

প্রকাশনায় : আহ্‌মদীয়া মুস্‌লিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনা :
প্রকাশনা বিভাগ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১২১১

অনুবাদক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রথম বাংলা সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৯৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

১০০০ কপি

প্রচ্ছদ : বিকাশ মুদ্রণ
৩/১, গার্ডেন রোড,
পশ্চিম তেজতুরী বাজার, ঢাকা—১২১৫

Waqf-e-Nau Aur
Hamari Zimmadarian
Translated by ; Muhammad Mutiur Rahman
Published by : Ahmadiyya Muslim Jamaat. Bagladesh
4, Bakshi Bazar Road. Dhaka—1211

পাঠকের খেদমতে

অবিভক্ত ভারতের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গণ্ডগ্রাম থেকে একটি পবিত্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, "তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব" (ইলহাম)। ১৯৮৯ সালের ২৩শে মার্চ এই ওয়াদার শতবর্ষ পূর্তি লগ্নে জগদ্বাসী এর সত্যতা দর্শন করে ধন্য হয়েছে। আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম আজ ছড়িয়ে গেছে একশত চব্বিশটিরও অধিক দেশে। হাজার হাজার জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়ার বুকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে দলে দলে। এদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য উপযুক্ত মুরব্বী মোবাল্লেগ প্রয়োজন। আগামী দিনগুলোতে অসংখ্য মানুষ আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হবে। তবলীগ ও তরবীয়তের মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে প্রয়োজন বহু নিবেদিত-প্রাণ কর্মীর। আর এ উদ্দেশ্যেই আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা খলীফা 'ওয়াকফে নও' স্কীমের প্রবর্তন করেছেন। হাজার হাজার ভাগ্যবান পিতা-মাতা তাদের অনাগত শিশুকে এই স্কীমে অগ্রিম দান করেছেন। কেউবা তাদের জাত শিশু পুত্র উৎসর্গ করেছেন এই মহৎ কাজে। ইব্রাহিমী সুন্নত আবার সঞ্জীবিত হয়েছে ধরার মাঝে। 'ওয়াকফে নও' এর সোনামনিদেরকে গড়তে হবে সোনার মানুষ রূপে। এদের স্কন্ধে অর্পিত হবে গুরুদায়িত্ব, ভবিষ্যতের ভার। এই পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে 'ওয়াকফে নও' সেনাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার পদ্ধতি ও পথ নির্দেশ। ঘরে ঘরে এই পুস্তিকা নব বিপ্লবের বাণী নিয়ে প্রবেশ করুক, তৈরী করুক ভবিষ্যতের ধর্ম সেনানী। আমীন। খাকসার

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
সেক্রেটারী, প্রকাশনা, আঃ মুঃ জাঃ
বাংলাদেশ

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐশী নির্দেশে ১৮৮৯ইং সনে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে জামা'তের প্রথম শতব্দী উত্তরণের পরে এর পরবর্তী শত বছরের জীবনে ইহাকে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীতাসমূহের মোকাবেলা করতে হবে। ভবিষ্যতে জামা'তের স্কন্ধে ন্যস্ত অধিক দায়িত্বাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৭ সনের এপ্রিল মাসে একটি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এতে তিনি আগামী ২ বছরে আহ্মদীদের নবাগত সন্তানদিগকে সিলসিলার খেদমতের জন্যে উৎসর্গ করতে বলেন (পরে এ সময় সীমাকে ৪ বছর করা হয়)। এতে তিনি জামা'ত এবং নবাগত শিশু সন্তানদের পিতামাতার ওপরে যুগ্ম দায়িত্ব অর্পণ করেন। এসব শিশুসন্তান যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বেই তাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করার এক সুন্দর এবং মনোরম ভাবমূর্তি যেন খোদাই করে দেয়া হয়।

ওয়াকীল-এ-আলা,
তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া,
পাকিস্তান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাহরীকে ওয়াকফে নও

আওর

হামারি জিম্মাদারীয়াঁ

দ্বিতীয় শতাব্দীতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের নতুন প্রজন্ম জামা'তের এ বোঝা বহন করতে সমর্থ হবে। হুযূর (আইঃ) এ কল্যাণময় তাহরীকের নাম রাখেন 'তাহরীকে ওয়াকফে নও'। ইতোমধ্যেই জামা'ত এ নতুন তাহ্‌রীকের সাথে পরিচিত হয়েছে এবং পুরোপুরিভাবে এর বৈশিষ্ট্যাবলী অবহিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অতীতে এর আবশ্যকীয় বিষয়াবলী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলো এখন এ পুস্তিকায় একত্রিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ইহা প্রধানতঃ ওয়াকেফীনে নওদের (নব উৎসর্গকারী) পিতা মাতার পথ-নির্দেশের নিমিত্তে। সুতরাং হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশের আলোকে তাদের উচিত তারা যেন শিশুদেরকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ প্রসঙ্গে আলাদাভাবে

জামা'তের দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করেছেন। আমাদের নেযাম (ব্যবস্থাপনা) ইনশাল্লাহ্ সুন্দরভাবে সেগুলো সমাধা করবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ভাষণ থেকেঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৭ সনের ৩রা এপ্রিল লণ্ডনের মসজিদে ফযলে ওয়াকফে নও এর ঘোষণা করেন। আহ্মদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমাদের অতিরিক্ত বোঝা ও দায়িত্বাবলী এবং নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ ও পন্থাসমূহের ভবিষ্যত সংকেত হিসেবে ইহা করা হয়েছিল। হুযুর বলেন, 'খোদাতা'লা আমার দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেছেন যেন আমি জামা'তের নিকট এই তাহ্রীক করি যে, তারা যেন ওয়াদা করেন যে, আগামী দু'বছরে তাদের যে কোন সন্তান লাভের সৌভাগ্য হয় তাকে তারা খোদার সমীপে পেশ করে দেবে। কতিপয় মা গর্ভবতী রয়েছেন, তারাও যেন ওয়াদা করেন যে, প্রথমে যদিও এ তাহরীকে শামেল হতে পারিনি এখন শামেল হবো। কিন্তু পিতা-মাতাকে একত্র হয়ে ওয়াদা করতে হবে। উভয়কে একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন এ বিষয়ে পরে মতভেদ সৃষ্টি না হয়। সন্তানের চরিত্র গঠনে ঐক্যমত সৃষ্টি হয় এবং শিশুকাল থেকেই যেন তার উত্তম চরিত্র গঠনের কাজ শুরু করে দেয়া হয়, কেননা সে এক মহান উদ্দেশ্যে মহান সময়ে জন্ম নিয়েছে। ইহা সেই সময় যখন ইসলামের বিজয়ের এক

শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের অপর এক শতাব্দীর সাথে মিলে গিয়েছে। এ যুগ-সন্ধিক্ষণে তোমার জন্ম হয়েছে এবং নিয়্যত ও দোয়ার সাথে খোদার নিকটে আমরা তোমাকে চেয়েছিলাম আর আমরা এ দোয়া করেছিলাম যে, হে খোদা! আগামী দিনের প্রজন্মের তরবীয়তের জন্যে তাকে মহান মোজাহেদ বানিয়ে দাও। এ দোয়া করতে করতে এ দু'বছর আপনাদের নবজাত সন্তানদের যদি ওয়াকফ করা হয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এক অতি উত্তম ও প্রিয় প্রজন্ম আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দেখতে দেখতে খোদার রাস্তায় কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইহার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!'

এভাবে ১৯৮৯ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩৬৮ হিজরী শামসী সনের ১০ই তবলীগ মসজিদে ফযল লণ্ডনে খুৎবা জুমুআর প্রাক্কালে হুযূর (আই:) এই ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, 'আল্লাহ্র দরবারে 'ওয়াকফে নও' হিসেবে আগামী শতাব্দীতে আমাদেরকে কমপক্ষে ৫০০০ শিশুকে পেশ করতে হবে।' সেই সাথে হুযূর (আইঃ) এই বরকতপূর্ণ তাহরীকের জন্যে সময়-সীমা আরও দু'বছর বাড়িয়ে দেন।

এই ঘোষণার সাথে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহ্-মদীয়া এবং পিতামাতার প্রতি নির্দেশ জারী করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অনেক পিতামাতা আমাকে লিখেছেন যে, এ শিশুদের ব্যাপারে আমাদের কি করণীয়। সুতরাং যেভাবে আমি বলে-

ছিলাম যে, এর দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথমতঃ জামা'তের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিত লোকদের কি করণীয় এবং দ্বিতীয়তঃ শিশুদের পিতামাতার কি করণীয়'।

পিতামাতার প্রতি হুযূর (আইঃ)-এর পথ-নির্দেশনা ঃ

পিতামাতা যেন ওয়াকেফীনদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন ঃ

'খোদার ফযলে নবাগত শিশুদের ব্যাপারে আমাদের হাতে অনেক সময় রয়েছে, আর আমরা যদি এখন তাদের লালন পালন ও চরিত্র গঠনে অবহেলা দেখাই তবে খোদার সমীপে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। পুনরায় ইহা কখনও বলা সমীচীন হবে না যে, ঘটনাক্রমে ইহা হয়ে গেছে। এজন্যে পিতামাতার কর্তব্য যে, এ শিশুদের উপর সর্বপ্রথম নিজেরাই যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন এবং যেভাবে আমি বর্ণনা করব, কতিপয় তরবীয়তি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন, আর খোদা না করুন তারা যদি মনে করেন যে, শিশু ওয়াকফের যোগ্য নয় তাহলে তাদের উচিত তারা বিশ্বস্ততা ও খোদা-ভীতির সাথে জামা'তকে যেন এই বলে অবহিত করেন যে, আমি তো পবিত্র নিয়্যাতে খোদার সমীপে এক তোহ্ফা পেশ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যশবতঃ শিশুর মধ্যে এই ত্রুটি রয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও যদি জামা'ত ইহাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে তবে আমি প্রস্তুত, নতুবা এ ওয়াকফকে বাতিল করে দেয়া হোক। অতঃপর, এই পন্থায় অতি বিবেচনার

সাথে এখন আমাদের এই ওয়াকেফীনে নওদেরকে তরবীয়ত করা উচিত'।

শিশুদের মধ্যে অনিন্দ্য-সুন্দর চরিত্র গঠন ঃ

''ওয়াকফে নও'' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এমন প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারী শিশুর মধ্যে শৈশবকাল থেকেই সত্য প্রিয়তা এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া দরকার। আর এ ঘৃণা বরং মায়ের দুধের সাথে মিশ্রিত হওয়া দরকার! যেভাবে বিকিরণ কোন বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, এভাবে পালনকর্তা পিতার ক্রোড়ে তরবীয়ত দ্বারা সত্যতা এ শিশুর অন্তরে প্রোথিত করে দেয়া উচিত। এর উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতাকে পূর্বের চাইতে অধিক সত্যবাদী হতে হবে। ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক ওয়াকেফীনে জিন্দেগীর পিতামাতাকে সেই পর্যায়ের সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা কিনা একজন উচ্চ পর্যায়ের মু'মেনের হতে হয়। এ জন্যে এখন এসব শিশুদের খাতিরে নিজেদের তরবীয়তের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং আগের থেকে অনেক বেশী সাবধানতার সাথে ঘরের মধ্যে কথাবার্তার ভঙ্গিমা গড়ে নিতে হবে এবং আরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন ভবিষ্যতে অনর্থক কথা প্রসঙ্গে ঠাট্টা মস্করাচ্ছলে মিথ্যা কথা না বলা হয়; কেননা খোদার পবিত্র আমানত এখন আপনার ঘরে লালিত পালিত হচ্ছে।

'স্বল্পে তুষ্টির ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যার সাথে ওয়াকেফীনদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শৈশবকাল থেকেই

শিশুদের স্বল্পতুষ্ট বানানো দরকার। লোভ-লালসা থেকে তাদেরক মুক্ত বানাতে হবে। জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে যদি পিতা মাতা প্রথম থেকেই তরবীয়ত শুরু করেন তাহ'লে এরূপ হওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। সততা ও বিশ্বস্ততার উচ্চমার্গে এসব শিশুদের পৌঁছানো দরকার। এ ছাড়া শৈশব কাল থেকেই এসব শিশুদের একাজে উৎসাহ সৃষ্টি করা দরকার। এ ওয়াক্‌ফের সাথে বদমেযাজ পদে পদে চলতে পারে না। বদমেযাজী ওয়াকেফীনে জিন্দেগী সর্বদা জামা'তের সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে এবং কখনও কখনও ভয়ানক ফেতনাও সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে। এর জন্যে খোশ মেযাজী এবং তার সাথে সহনশীলতা অর্থাৎ অন্যদের কথা বরদাশ্‌ত করা, এ উভয় গুণও ওয়াকেফীন শিশুদের জন্যে খুবই দরকারী। ঠাট্টা মস্কারা অর্থাৎ আনন্দ স্ফূর্তি ভাল জিনিস। কিন্তু আনন্দ স্ফূর্তি নির্মল হওয়া দরকারী এবং আনন্দ স্ফূর্তির নির্মলতা কয়েক প্রকার হতে পারে। কিন্তু এখনকার মত আমার মনে বিশেষ করে দু'টি কথা আছে। প্রথমতঃ নোংরা কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের মনোরঞ্জনের অভ্যেস হওয়া উচিত নয় এবং দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে যেন সূক্ষ্মতা থাকে। কৌতুক এবং আনন্দের জন্যে আমরা লতীফাহ (কৌতুক) শব্দ ব্যবহার করে থাকি। লতীফার অর্থই এমন জিনিস যা অতীব সূক্ষ্ম বিষয়। প্রত্যেক প্রকারের কঠোরতা ও বিশ্রী বিষয়াদি কৌতুক নয় বরং স্থূলতা।

স্বনির্ভরশীলতার ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। স্বল্প তুষ্টির পর পুনরায় স্বনির্ভরশীলতার ফলে যেখানে একদিকে

ধনীদের প্রতি ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না, অপরদিকে গরীদের প্রতি দয়ামায়া অবশ্যই সৃষ্টি হয়। স্বনির্ভরশীলতার অর্থ অবশ্যই গরীবের চাহিদা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া নয়। মানুষ নিজের প্রয়োজনের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে খাট করে দেখে। ইসলামী স্বনির্ভরশীলতার মধ্যে একটি বিশেষ দিক রয়েছে যাকে কখনো খাট করে দেখা উচিত নয়। এ জন্যে শিশু ওয়াকেফীনদেরকে এ রকম হওয়া দরকার যে, তারা যেন গরীবের দুঃখ কষ্টের প্রতি উদাসীন না হয়; কিন্তু ধনীর ধনৈশ্বর্যের প্রতি যেন উদাসীন হয়; আর কারও ভাল দেখে নিজে যেন কষ্ট না পায় কিন্তু অন্যকে কষ্টের মধ্যে দেখে সে যেন নিজে কষ্ট অনুভব করে।

তাহ্‌রীকে ওয়াক্‌ফে নও এবং আমাদের দায়িত্বাবলী

সুশৃংখল আচার আচরণের প্রশিক্ষণ ঃ

আমাদের এমন ওয়াকেফীন শিশু প্রয়োজন শুরু থেকেই যাদের মধ্যে ক্রোধ দমন করার অভ্যেস সৃষ্টি হয়। যারা তাদের থেকে কম জ্ঞানের লোকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে না। আর তাদের এ রকম উচ্চ মনমানসিকতা থাকতে হবে যে, বিরোধিতামূলক কথা শুনেও যেন সহনশীলতার প্রমাণ দেয়। যখন তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয়, সহনশীলতার ইহাও

এক চাহিদা যে, তখনই মুখ থেকে কোন কথা বের না করে বরং চিন্তা করে যেন জবাব দেয়। এসব এমন বিষয় যা শৈশবকাল থেকে স্বভাব ও অভ্যেসের মধ্যে বপন করে দিতে হয়। যদি শৈশব কাল থেকে এ অভ্যেসসমূহের ভীত দৃঢ় না হয় তাহলে বড় হয়েও একজন মানুষ যখন জ্ঞানের বহু উচ্চ মার্গে পৌঁছে কখনও কখনও এসব সাধারণ সাধারণ কথা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

শৈশব থেকে এ কথারও অভ্যেস হওয়া দরকার যে, যতটুকু জ্ঞান আছে তদনুরূপ কথা বলা দরকার, যতটুকু অনুমান আছে ততটুকু অনুমানের উপর বলা উচিত। আর শৈশবকালে যদি আপনি এ অভ্যেস সৃষ্টি না করেন তাহলে বড় হয়ে ইহা অভ্যেস করা বড়ই কঠিন কাজ। কেননা এসব কথা মানুষ চিন্তা ভাবনা না করেই বলে। অভ্যেস বলতে বুঝানো হয়েছে যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ থেকে একটা কথা বের হওয়া। এ অসাবধানতা কখনও কখনও মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায় এবং খুবই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়।

অর্থ নৈতিক ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতার শিক্ষাঃ

পুনরায় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু ওয়াকেফীনগণকে তাদের ভিত্তি ব্যাপক করার খাতিরে, যারা টাইপ শিখতে পারে তাদের টাইপ শিখানো দরকার। হিসাব রাখার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সততার ওপর, যেভাবে আমি বলেছিলাম, খুব জোর

দিতে হবে। টকা পয়সা তসরুফের ব্যাপারে যে দুর্বলতা, তা অতি মারাত্মক হয়ে থাকে। যদি জীবন উৎসর্গকারীগণের মধ্যে উহা পাওয়া যায় তাহলে ইহা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। যে জামা'ত এককভাবে স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদার ওপর চলেছে, সেখানে সততা খুবই অসাধারণ মূল্য রাখে বরং সততা আমাদের জীবন শিরার হেফাযতের সাথে সম্পর্ক রাখে। জামা'তে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক জারীকৃত সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা ঐ ভিত্তি এবং সততা থেকে উৎসারিত হয়েছে। খোদা না করুন যদি জামা'তের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায় যে, জীবন উৎসর্গকারী-গণ এবং সেলসেলার অর্থ বিভাগে নিয়োজিত লোকগণ নিজেরাই অসৎ হয় তাহলে যারা চাঁদা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করে তাদের ঐ সৌভাগ্যকে গলা টিপে দেয়া হবে……যারা (কর্মকর্তাগণ) যোগ বিয়োগ জানেন না, ঐ বেচারাদের নিম্নস্থ লোকদের দ্বারা কখনও অসততার কাজ হয়ে গেলে, পরিশেষে তারাই অভি-যোগের শিকার হয় এবং কখনও কখনও যাচাইয়ের পরে দোষ-মুক্ত সাব্যস্ত হয়। কখনও কখনও বিষয়টি জটিল অবস্থায় থেকে যায়। সর্বদা সন্দেহ থেকেই যায়। অসততা ছিল কি ছিল না তার পাত্তা পাওয়া যায় না। এজন্যে প্রথম থেকেই জীবন উৎসর্গকারী সব শিশুর হিসাব নিকাশের ব্যাপারে তরবীয়ত হওয়া দরকার। তখনও আমি হিসাবের ব্যাপারে বলেছিলাম যে, তাদের গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান যেন ভাল হয় এবং তাদেরকে

শিশুকাল থেকেই কিভাবে টাকা পয়সার হিসাব রাখা হয় এ ব্যাপারে যেন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ছোঁচট থেকে বাঁচার সাবধানতা ঃ

ইহা ছাড়া উৎসর্গকারী শিশুদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যেস সৃষ্টি করার দরকার। শৈশবকাল থেকেই জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্যের স্বভাব সৃষ্টি করা দরকার। আতফালুল আহ্‌মদীয়ার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, নাসেরাতের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করাও অতি জরুরী। আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব তো পরে আসবে। কিন্তু ১৫ বছরের বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ খোদ্দামের সীমা পর্যন্ত তো আপনি তরবীয়ত করতে পারেন। খোদ্দামের সীমা পর্যন্ত যদি তরবীয়ত হয়ে যায় তা'হলে আল্লাহ্‌-তা'লার ফযলে আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে বিপথগামিতার সম্ভাবনা খুব কমই হতে পারে।.....পুনরায় নিজেদের গৃহে কখনও এ রকম কথাবার্তা বলা উচিত নয় যাতে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে খাট করা হয় অথবা কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ উত্থাপন করেন তাহলে আপনার শিশু সব সময়ের জন্যে আক্রান্ত হবে। আপনি অভিযোগ তুলেও আপনার ঈমানের হেফাযত করতে পারেন কিন্তু আপনার শিশু গভীর ক্ষত অনুভব করবে.....এ জন্যে ঐ সকল লোকদেরই, যারা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করতে সাবধানতা অবলম্বন করেন না,

সন্তান-সন্ততির কম বেশী অবশ্যই ক্ষতি হয় এবং কতক সব সময়ের জন্যেই নষ্ট হয়ে যায়।

আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্বের যোগ্য করে তোলার জন্যে তরবীয়ত ঃ

ভাল নেতা হওয়ার জন্যে জরুরী যে, তার মধ্যে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি থাকে। প্রত্যেক কষ্ট ও পরীক্ষা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে, আর যদি সে নিজেকে নির্যাতিতও ভাবে তবুও কারও নিকট অভিযোগ না করে। অভিযোগ করলে সে অন্যের ক্ষতি করে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এ সব লোকের প্রসঙ্গে হুযুর (আইঃ) বলেন ঃ

একজন লোক মনে করে যে, আমি খুব চালাকি করছি, খুব প্রতিশোধ নিয়েছি। তাহ্‌রীকে জাদীদ আমার সাথে এ ব্যবহার করেছে আর আমি এভাবে জবাব দিয়েছি। এখন দেখ, আমার পেছনে কত বিরাট দল রয়েছে। সে ইহা ভেবেও দেখল না যে, তার পেছনে ঐ দল ছিল না বরং শয়তান ছিল। সে মুত্তাকীগণের নেতা হওয়ার পরিবর্তে মোনাফেকদের নেতা হ'ল। নিজেদের ধ্বংস করল এবং তার অনুসারীদেরকেও ধ্বংস করল। অতঃপর, এই ছোট ছোট কথা যথার্থ বরং অসাধারণ ফল সৃষ্টিকারী কথা। আপনি শৈশব কাল থেকেই নতুন উৎসর্গকারীগণকে এই কথা বুঝান এবং

স্নেহের সাথে তাদের তরবীয়ত করুন যেন তারা আগামী শতাব্দীতে মহান নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করে।

উৎসর্গকারী শিশুদের মধ্যে বিশ্বস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করুন

উৎসর্গকারী শিশুদেরকে বিশ্বস্ততার শিক্ষা দিন। জীবন উৎসর্গের সাথে বিশ্বস্ততার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই ওয়াকফে জিন্দেগী, যিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ ওয়াকফের সাথে সংযুক্ত না থাকেন, তিনি যখন পৃথক হন তখন জামা'ত তাকে শাস্তি দিক বা না দিক তিনি নিজ আত্মার ওপর বিশ্বাসঘাতকতার কলংক লেপন করেন। ইহা খুবই বড় কলংক। এ জন্যে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজের শিশুদের ওয়াকফ করার ব্যাপারে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ফলে হয়ত এই শিশু মহান আওলিয়া হবে নয়ত সাধারণ অবস্থা থেকেও নীচে পতিত হবে আর এতে তার ভীষণ ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। কোন কোন শিশু খামখেয়ালীপনা করে ও চালাকী করে এবং তাদের অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়। সে ধর্মের মধ্যেও এরূপ খামখেয়ালীপনার প্রবণতার দ্বারা তার আত্মার ধ্বংস ডেকে আনে। এজন্যে ওয়াক্‌ফের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াকেফীন শিশুদেরকে ইহা বুঝান উচিত যে, খোদার সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমরা তো একটা ওয়াদা করেছি, কিন্তু

যদি তুমি এ কথা বিবেচনা না কর তাহলে তোমার ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে। একটি পর্যায় আরও আসবে যখন এ শিশু যৌবনে পদার্পণ করবে। সে সময় জামা'ত তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করবে যে, সে ওয়াক্‌ফে শামেল থাকতে চায় বা না চায়, ...ওয়াক্‌ফ তাকেই বলে যার ওপর মানুষ বিশ্বস্ততার সাথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট সত্বেও মানুষ হেঁচড়ে হলেও এ পথে আগে বাড়তে থাকে। পিছনে ফিরে যায় না। ভবিষ্যদ্বংশধরকে এ রকম ওয়াক্‌ফের জন্যে প্রস্তুত করুন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সাথী হোন।

তাক্‌ওয়ার অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করুন ঃ

ওয়াকে্‌ফীনদের যে বাহিনী তাদের ওপর আগামী ২০ বছরে বিরাট দায়িত্ব পড়তে যাচ্ছে। আর এই প্রসংগে আমি জামা'তের ঐ অংশকে নসিহত করছি যাকে খোদাতা'লা "ওয়াক্‌ফে নও" এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তারা যেন তাহ্‌রীকে জাদীদের হেদায়াত মোতাবেক নিজ সন্তানদিগকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে পূর্বের থেকে আরও বেশী গাম্ভীর্য অবলম্বন করেন এবং বহু চেষ্টা করে ঐ সকল ওয়াকে্‌ফীনদেরকে খোদাতা'লার রাস্তায় মহান কাজ করার যোগ্য করে তোলার কাজ আরম্ভ করে দেন। তিনি বলেন, এ শিশু কুরবানীর মেষ থেকে অনেক অনেক বেশী মর্যাদা রাখে। তার পিতা-মাতার উচিত যতখানি ভালবাসার সাথে খোদাতা'লার পথে এক বকরী

যবহ্‌কারী প্রস্তুতি নেয়, অথবা ভেড়াকে প্রস্তুতি করে তার চেয়েও অধিক ভালবাসার সাথে তাকে যেন খোদাতা'লার দরবারে পেশ করে। তার অলংকার কি? উহা তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি। তাক্‌ওয়া দ্বারাই তাকে সজ্জিত করা হবে। এ জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ কথার যে, বাল্যকাল থেকেই ওয়াকফে নও শিশুদেরকে যেন মুত্তাকী বানানো হয় এবং তাদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। তাদের সম্মুখে এ ধরণের কার্যকলাপ করা উচিত নয় যদ্বারা তাদের মন ধর্ম থেকে দুনিয়ার-দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। তাদের প্রতি এ রকম দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন যে ভাবে একটি অতি প্রিয় বস্তুকে এক মহান উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে। এভাবে তাদের মনের মধ্যে যেন তাক্‌ওয়ার প্রবিষ্ট করানো হয় যেন ইহা আপনার হাতে খেলার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার হাতে খেলতে শুরু করে। যেভাবে একটি বস্তুকে অন্যের নিকট সমর্পণ করা হয় সেভাবে তাক্‌ওয়ার মাধ্যমে আপনি এ শিশুকে প্রথম থেকেই যদি খোদাতা'লার নিকট সমর্পণ করতে পারেন তাহলে মাঝ পথের সব উপায় উপকরণও বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। রীতি অনুযায়ী তাহ্‌রীকে জাদীদের সাথে সম্পর্ক থাকবে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথেও সম্পর্ক থাকবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল থেকেই যে শিশুকে আপনি খোদাতা'লার ক্রোড়ে দিয়ে দিবেন খোদাতা'লা স্বয়ং তাকে শামলাবেন এবং নিজেই তার ব্যবস্থা

করবেন এবং নিজেই তার পর্যবেক্ষণ করবেন।

(খুতবা জুমুআ, ১-১২-৮৯)

পিতামাতা নিজেদের চালচলনে পবিত্রতা রক্ষা করুন ঃ

তরবীয়তের বিষয় এ কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পিতামাতা যতই চান মৌখিক তরবীয়ত করতে পারেন। কিন্তু তাদের চালচলন যদি তাদের কথা বার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে শিশু দুর্বলতাকে গ্রহণ করবে এবং মযবুত অংশকে ছেড়ে দেবে।' পরে বলেন, 'খোদাতা'লাকে ভয় করে ইস্তেগফার করার সাথে সাথে এ বিষয়টিকে উত্তমভাবে মনে প্রাণে গেঁথে নিন আর নিজের চালচলনে এত পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন যেন আপনার এ পবিত্র পরিবর্তন আপনার আগামী প্রজন্মের সংশোধন ও তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সার এবং ভিত্তির ন্যায় কাজ করে যার ওপরে বিরাট অট্টালিকা তৈরী হবে.....আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এর তৌফীক দান করুন।'

(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ এর খুৎবায় দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়াদি

শিশু ওয়াকেফীনদের শিক্ষা দীক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আইঃ) বলেন,

প্রথম থেকেই এ রকম শিশুদেরকে গাম্ভীর্যের সাথে কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়াতে হবে। আর এ প্রসঙ্গে জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং যখন শিশু

উপযুক্ত বয়সে পৌঁছবে তখন কুরআন করীম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি পড়ার যোগ্যতা লাভ করবে। তা'হলে নিজ এলাকার নেযামের সাথে সরাসরি অথবা কেন্দ্র থেকে লিখে জেনে নেয় যে, এখন আমরা কেমনে তাকে উত্তমভাবে কুরআন করীম এবং কুরআনের মাহাত্ম্য শেখাতে পারি।

কুরআন করীমের মাহাত্ম্য বুঝাতে গিয়ে এবং তেলাওয়াত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, 'যে সকল গৃহে জীবন উৎসর্গকারী রয়েছে সেখানে তেলাওয়াতের এ অংশের প্রতি খুব জোর দেয়া উচিৎ যে, খুব কমও যদি হয় তবু তরজমার সাথে যেন পড়ান হয়, মাহাত্ম্য বর্ণনার সাথে যেন পড়ান হয় এবং শিশুকে এই অভ্যেস করানো দরকার যে যতটুকু সে তেলাওয়াত করে, অর্থ বুঝে যেন করে। এটা হলো প্রতি দিনের ভোরের তেলাওয়াত। এতে এমনও হতে পারে যে, না বুঝা সত্বেও অনেক সময় ধরেই আপনারা তাকে কুরআন করীম পড়াবেন; কিন্তু তা'ছাড়াও এর তরজমা শিখানো, মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কর্মসূচী যেন চলতে থাকে। নামাযের পাবন্দী এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি রয়েছে শিশুকাল থেকে যেসব শিখানো দরকার আর এসব জামা'তের (অর্থাৎ জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া—অনুবাদক) শিখাবার বিষয় নহে। বহু পূর্বে এসব বিষয়াদি ঘরে মা বাবার তরবীয়তের অধীনে হওয়া উচিত।'

(১০-২-৮৯ তারিখে জুমুআর খোৎবা দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টি করানো জরুরী ঃ

শিক্ষায় ব্যাপকতা সৃষ্টি করানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, 'সাধারণভাবে ধর্মীয় শিক্ষকগণের মধ্যে এ দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে তো তাদের জ্ঞান যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর হয়ে থাকে ; কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার গণ্ডীর বাইরের দুনিয়ার অন্যান্য গণ্ডীতে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। শিক্ষার এ কমতি ইসলামের বেশ ক্ষতি করেছে। ঐ সব অজুহাত যা ধর্মের ক্ষতির কারণ রূপে আখ্যায়িত হয় তার মধ্যে ইহা একটি বিশেষ কারণ। এ জন্যে জামা'তে আহ্‌মদীয়াকে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আর ব্যাপক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রসারতা দান করা উচিৎ অর্থাৎ প্রথমতঃ ভিত্তি সাধারণ দুনিয়া সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যাপকতার ওপর হোক, পরে এর সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সংযোগ ঘটুক। তা'হলে খুব সুন্দর এবং বরকতপূর্ণ এক পবিত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে। সুতরাং এভাবে শৈশব কাল থেকেই শিশু ওয়াকেফীনদেরকে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার! আপনি নিজে মনোনিবেশ করুন তাহলে তাদের জ্ঞান এমনিতেই বৃদ্ধি পারে। অর্থাৎ মা বাবা দৃষ্টি দিন এবং শিশুদের জন্যে এমন পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা করুন, এ রকম পুস্তিকাদি পড়ানোর অভ্যেস সৃষ্টি করুন যার ফলে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। আর যখন তারা স্কুলে যায় তখন এ সব বিষয়ের উপর পরীক্ষা হোক

যদ্বারা বিজ্ঞানের বিষয়েও তারা কিছু কিছু অবহিত হয়। পার্থিব কলা বিভাগীয় যে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়াদি রয়েছে যেমন, জীবন পদ্ধতি, অর্থনীতি, দর্শন, মনস্তত্ব বিজ্ঞান, হিসাব-নিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি এ রকম যত প্রকার বিষয়াদি রয়েছে এসব ব্যাপারে ওয়াকেফীনদের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় .....!'

জ্ঞানের বিশেষ ব্যাপকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তিনি বলেন, এ জন্যে জরুরী যে, এসব শিশুকে নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক পড়া ছাড়াও (অন্য পুস্তকাদি) পাঠের অভ্যেস সৃষ্টি করানো দরকার" (১০-২-৮৯ তারিখের জুমুআর খুৎবা দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন ভাষা শিখানোর ব্যবস্থা :

বিভিন্ন ভাষা শিখানোর প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের যে সব ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয় তার মধ্যে রুশ এবং চীনা উভয় ভাষাই বিশেষ গুরুত্ব রাখে। জামা'তে আহ্‌মদী-য়ার মধ্যে যেসব ভাষার কমতি আছে তার মধ্যে স্পেনীশ এবং ফ্রেন্স রয়েছে..... যদি দোলনায় থাকা অবস্থায় ভাষা শিখানো হয় তাহলে ইহা অতি উত্তম, বরং সব থেকে উত্তম। এভাবে যদি ধাত্রী নিযুক্ত করা যায়, নার্স পাওয়া যায় আর যারা সামর্থ্য রাখেন তারা যেন এরূপ নার্স নিযুক্ত করেন'। হুযূর (আইঃ) বলেন, 'আমাদের তো ইসলামের বাণী পৌঁছানো দরকার। এজন্যে আমাদের সর্বপ্রকার ভাষাভাষী লোক দরকার

যারা লেখায় সিদ্ধ হস্ত, সুবক্তা, তরজমার শক্তি রাখেন এবং প্রকাশনার কাজে যোগ্যতা রাখেন।

(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯-এর জুমুআর খুৎবা দ্রষ্টব্য)

অবশ্যই তিনটি ভাষা শিখতে হবে ঃ

ভাষা শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, যে ভাষার জন্যে তাদেরকে তৈরী করা হচ্ছে কেবল সেগুলোই নয়, বরং উর্দু ভাষারও নেহাৎ প্রয়োজন হবে, যেন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী নিজেই উর্দু ভাষায় পড়তে পারে। আরবী ভাষার মৌলিক মর্যাদা রয়েছে কেননা কুরআন করীম এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ আরবী ভাষায় রচিত। আরবী ভাষাও শিখাবার দরকার হবে। সুতরাং কমপক্ষে ৩টি ভাষার কম কোন কথা উঠতে পারে না' (১-১২-৮৯ তারিখের খুৎবা জুমুআ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ উর্দু এবং আরবী আবশ্যকীয় হবে আর এ ছাড়া যে কোন তৃতীয় ভাষা শেখান উচিত।

বালিকাদের শিক্ষা ঃ

মেয়েদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, 'এ বিষয়ে আমি এ উপদেশ দান করেছিলাম যে, ওয়াকেফীনে নও-এর প্রস্তাবকারী যে সব নিষ্ঠাবান মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের কি শিখানো যায়? মেয়েদের জন্যে

সে সুযোগ সুবিধা নেই যা ছেলের বেলায় সম্ভব। তাদের যেখানে খুশী সেখানে পাঠান যায় না। তাদের হেফাযতের প্রশ্ন রয়েছে। তাদের কোন কোন প্রয়োজন এমন রয়েছে যে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কাছ থেকে সে রকম কাজ নেয়া যায় না যেভাবে প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী পুরুষ থেকে নেয়া যায়। এজন্যে আমি তাদের ইহা বলেছিলাম যে, এসব বালিকাদেরকে লেখা পড়ার ক্ষেত্রে আগে নিয়ে এস। লেখাপড়ার কাজ শিখাও। শিক্ষকতার কাজ করতে হলে তো লেখাপড়া শিখানোর যে ব্যবস্থা তাকে বি, এড, ও এম, এড বলে। এ ধরণের ডিগ্রী দ্বারা শিক্ষা দেয়ার কৌশল শিখানো হয়। বড় হলে তাদেরকে এ কাজের যোগ্য করে তোলা দরকার। কিন্তু এখন থেকে তাদের তরবীয়ত এই কায়দায় করা উচিৎ। অতঃপর ডাক্তারের প্রয়োজন। মহিলা ডাক্তারদের যদি আল্লাহ্ সৌভাগ্য দেন তাহলে তারা অনেক খেদমত করতে পারেন এবং খুব গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মহিলাদের ডাক্তার হয়ে তাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিৎ। ঐসব বালিকাদের ডাক্তার বানানো যায় যারা খোদার ফযলে ওয়াকফে নও এর মধ্যে জন্ম নিয়েছে।'

এইরূপে ভাষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযুর (আইঃ) বলেন, 'ছেলেদের শিখানো হোক তবে বিশেষভাবে কন্যাদেরকে। কেননা শিক্ষার কাজে ওয়াকেফীন বালিকারা

অনেক কাজে আসতে পারে। তাদের কার্যক্ষেত্রে যেতে হবে না কিন্তু তারা সাহিত্য রচনার কাজ করবে। তারা ঘরে বসে এমনভাবে প্রত্যেক প্রকারের কাজ করতে পারে যদ্দরুণ নিজের স্বামী থেকে তাদের আলাদা হওয়ার প্রয়োজন হবে না। এজন্যে তাদের এসব শিক্ষা দেয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন'।

(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের জুমুআর খুৎবা দ্রষ্টব্য)

তাহ্‌রীকে জাদীদের দায়িত্বাবলী ঃ

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের জন্যে ঃ—

১। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা,

২। কুরআন করীম এবং তরজমা শিখানোর ব্যবস্থা,

৩। ওয়াকেফীনে নও শিশুদের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা এবং পিতামাতার সাথে যোগাযোগ রাখা। তাহরীকে জাদীদ যেন পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করে, বলুন, আপনি যাকে খোদার নিকট সোপর্দ করেছেন তার অবস্থা কি? খোদার মেহমানকে কিভাবে লালন পালন করছেন? কি ভাবছেন আমাদেরকে অবহিত করুন। আমাদেরকে তার ব্যাপারে অবহিত রাখুন। তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহিত করুন। তার চাল-চলন তার মতানুযায়ী অবহিত করুন। রীতি মত তাদেরকে নির্দেশাদি দিতে থাকুন যে, আমরা চাই যে, আপনারা এ শিশু থেকে এ কাজ নিন এবং ঐ শিশু থেকে ঐ কাজ নিন।'

(১-১২-৮৯ এর জুমুআ খুৎবা দ্রষ্টব্য)

৪) ভাষাসমূহ :—পূর্ব ইউরোপ এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার এসব দেশের জন্যে যেখানে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ভাষা বলা হয় এবং চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েনাম প্রভৃতি দেশের জন্যে যেখানে পূর্বদেশীয় ভাষা বলা হয় সঠিক ভাবে এখন থেকেই এ ব্যাপারে শিশুদেরকে চিহ্নিত করা উচিৎ। যদি বর্তমানে আপনাদের দৃষ্টিতে ১০টির প্রয়োজন তা'হলে ২০ অথবা ৩০টি প্রস্তুত করুন। সংখ্যা দেখে সিদ্ধান্ত নিন যে, কোন্ দেশের জন্যে কত শিশু প্রস্তুত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ পোল্যাণ্ডের জন্যে আমাদের কতিপয় শিশু প্রস্তুত করা হবে, তাহলে এরূপ দেশের জন্যে যেখানে পোল্যাণ্ডের ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য ওয়াকেফীন শিশুদের সেখানে নেয়া দরকার। জার্মানী থেকে শিশু নেয়া যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডেও বহু ভাষা শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তর ইউরোপে স্কেণ্ডেনেভিয়াতেও কতক বিশেষ ভাষা শেখার বন্দোবস্ত রয়েছে। বালক ও বালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সিদ্ধান্ত করে নিন যে, আমরা অমুক দেশের জন্যে দশ, বিশ অথবা ত্রিশ ওয়াকেফীনে জিন্দেগী প্রস্তুত করব। এর মধ্যে এতজন বালিকা হবে যারা ঘরে বসে লেখাপড়ার কাজে সেবা করতে পারবে। তাদের এ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হবে। এত বালক হবে যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও রহমের সাথে প্রথমে এ ক্ষেত্রসমূহে পাঠাতে পারবো।

যদি উর্দু এবং আরবী শেখার ব্যবস্থা না হয় তাহলে তাহরীকে জাদীদ উভয় ভাষা শেখানোর জন্যে ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করুক। এমন সহজ পদ্ধতিতে এ ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করুক জামা'তের সাহিত্যাদির সাথে যার সম্পর্ক থাকে এবং এর মধ্যে ইসলামী ভাষা ব্যবহৃত হোক।

(১-১২-৮৯ তারিখের খুৎবা জুমুআ দ্রষ্টব্য)

৫) ওয়াকেফীন শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে ওয়াক্‌ফে থাকতে চায় কি চায় না।

৬) জ্ঞানে ব্যাপকতা দানের জন্যে পিতামাতার সহায়তা ও পথ প্রদর্শন।

তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও ঘোষণা দানের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সময় সময় তাঁর খোৎবার মধ্যে ওয়াকেফীনে নও শিশুদের তালীম ও তরবীয়াতের জন্যে তাহরীকে জাদীদ ও পিতামাতাকে যে বিভিন্ন হেদায়াত জারী করেছেন উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

পিতামাতার নিকট আবেদন যে, নিজ সন্তানদের তরবীয়তের প্রতি কখনও অমনোযোগী হবেন না এবং নিজেদের মধ্যে সত্য বাদিতা ও পবিত্রতা সৃষ্টি করার সঙ্গে **ওয়াকেফীনে নও শিশুদের** মধ্যে

- খোদাতা'লার ভালবাসা সৃষ্টি করুন
- কুরআনের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করুন

- নামাযের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করুন
- প্রত্যহ কুরআন করীম তেলাওয়াতের অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- ধর্মের জন্যে আত্মাভিমান ও অনুরাগ সৃষ্টি করুন
- খেলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন
- জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করুন
- জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও জামা'তের কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিখান
- আভ্যন্তরীণ সংগঠনসমূহ যেমন আতফাল, নাসেরাত ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করুন
- সত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করুন
- মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন
- ক্রোধকে দমন করার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- সহনশীলতা সৃষ্টি করুন
- প্রত্যেক কথা বুঝে শুনে জবাব দেবার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- জ্ঞানকে জ্ঞানের সীমা রেখায় এবং অনুমানকে অনুমানের সীমা রেখায় রেখে কথা বলার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- সংকল্প ও সাহসিকতা সৃষ্টি করুন
- কষ্ট সহিষ্ণুতার অভ্যেস গড়ে তুলুন
- প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষাকে ধৈর্যের সাথে বরদাশ্‌ত করার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি) সৃষ্টি করুন

- স্বল্পে তুষ্ট হওয়ার গুণ সৃষ্টি করুন
- স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তুলুন
- বিশ্বাস রক্ষা করার গুণ সৃষ্টি করুন
- বিশ্বস্ততা ও সাধুতা সৃষ্টি করুন
- বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করার গুণ সৃষ্টি করুন
- কম জ্ঞানের লোকদের হেয় দৃষ্টিতে না দেখার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- মন্দ ঠাট্টা মস্কারা হতে দুরে থেকে নির্মল আনন্দ লাভের অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- জ্ঞান লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করুন
- জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকতর করার জন্যে ভাল পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা পড়ার অভ্যেস সৃষ্টি করুন
- অবশ্যই উর্দু এবং আরবী ভাষা যেন শিখে
- উর্দু ও আরবী ভাষা ছাড়াও চীনা, রুশ, স্পেনীশ এবং ফ্রেন্স ভাষা থেকে কোন না কোন একটা যেন শিক্ষা করে, কেননা ভবিষ্যতে জামা'তের এ ভাষায় বুৎপত্তি সম্পন্ন লোকের দরকার হবে
- হিসাব-নিকাশ রাখার অভ্যেস সৃষ্টি করুন এবং এ প্রসঙ্গে তরবীয়ত দিন
- ওয়াক্‌ফে নও বালিকাদের বি, এড, এম, এড অথবা ডাক্তারী শিক্ষার ব্যাপারে প্রাধান্য দিন

TAHRIK WAQF-I-NAO

AND

OUR OBLIGATIONS

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama't, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road,
Dhaka -1211